بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৯ই আগষ্ট, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মুরাইসি'র যুদ্ধ পরবর্তী সফরে মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের মহানবী (সা.) সম্পর্কে অবমাননাকর উক্তি এবং এ সম্পর্কিত ঘটনাপ্রবাহ বিশদভাবে উল্লেখ করেন এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বৈরী পরিস্থিতি বর্ণনা করে দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, জলসার পূর্বের খুতবাগুলোতে মুরাইসির যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল যে, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল মহানবী (সা.) সম্পর্কে অবমাননাকর উক্তি করে এবং কপটতাপূর্ণ আচরণ করে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) তাঁর সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে এর বিস্তারিত উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মহানবী (সা.) কয়েকদিন মুরাইসিতে অবস্থান করেন। সে সময় মুনাফিকদের পক্ষ থেকে এরূপ এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যার ফলে মুসলমানদের মাঝে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হয়।

প্রকৃত ঘটনা হলো, হযরত উমর (রা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস মুহাজির সদস্য **জাহ্জা** ও আরেক আনসার সদস্য **সিনান** কূপের পানি উত্তোলনের সময় ঝগড়া শুরু করে দেয়। এরপর জাহ্জা চিৎকার করে মুহাজিরদের এবং সিনান আনসারকে সাহায্যের জন্য ডাকতে থাকে। এর ফলে মুহাজির ও আনসারের অনেকে সেখানে একত্রিত হয়ে একে অপরের ওপর আক্রমণে উদ্যত হয়। তবে কতিপয় বিচক্ষণ ব্যক্তি মুহাজির ও আনসারকে বুঝায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। মহানবী (সা.) এই ঘটনা জানতে পেরে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং বলেন, **এটি অজ্ঞতার যুগের বহিঃপ্রকাশ**।

মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল এ সংবাদ শুনে পুনরায় নৈরাজ্যের আগুনে ঘি ঢালতে চায়। সে তার সাথিদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উষ্কানি দিতে থাকে এবং মদীনাবাসীকে ধিক্কার জানিয়ে বলে, তোমরা মক্কাবাসীদের সম্মান করে নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছো কিন্তু তারা তোমাদের সাথে এরূপ আচরণ করে থাকে। এমনকি সে বলে ফেলে, **এবার ফেরত গিয়ে মদীনার সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সর্বাধিক নিন্দিত ব্যক্তিকে মদীনা থেকে বিতাড়িত করবে।** এক নিষ্ঠাবান যুবক সাহাবী হযরত **যায়েদ বিন আরকাম (রা.)** সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে আব্দুল্লাহ্কে তিরস্কার করেন এবং মহানবী (সা.)-কে এসে বিষয়টি অবগত করেন। হযরত উমর (রা.) প্রথমেই এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ্কে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন, কিন্তু মহানবী (সা.) তাকে বিরত রাখেন এবং আব্দুল্লাহ্ ও তার সাথিদের ডেকে পাঠান। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে তারা কসম খেয়ে বলে, আমরা এমন কথা বলি নি। একথা শুনে মহানবী (সা.) তাদেরকে ছেড়ে দেন এবং তৎক্ষণাৎ ফেরতযাত্রার নির্দেশ প্রদান করেন, যদিও তখন অত্যাধিক গরম ছিল আর সফরের জন্য অনুপযোগী ছিল। কেবল প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়া বা নামাযের সময় ছাড়া পুরো সফরে তিনি (সা.) একবারও যাত্রা বিরতি দেন নি।

আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের পুত্র তার পিতার ধৃষ্টতার কথা জানতে পেরে মহানবী (সা.)-এর সমীপে এসে নিবেদন করেন, আপনি যদি আমার পিতাকে হত্যা করার অনুমতি দেন তাহলে

আমি তাকে হত্যা করে তার মস্তক আপনার সমীপে পেশ করব। কেননা আমি আমার পিতামাতার সাথে সবচেয়ে উত্তম আচরণকারী। তাই অন্য কেউ যদি তাকে হত্যা করে তাহলে হতে পারে আমি প্রতিশোধস্বরূপ সেই হন্তারককে হত্যা করে ফেলব। এর চেয়ে শ্রেয় হবে আপনি আমাকেই আমার পিতাকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করুন। দয়ার সাগর মহানবী (সা.) বলেন, **আমি তাকে হত্যার সংকল্প করি নি আর কাউকে এরূপ নির্দেশও প্রদান করি নি। আমরা অবশ্যই তার সাথে উত্তম আচরণ করব।**

বর্ণনানুযায়ী আব্দুল্লাহ্‌র অবমাননাকর উক্তির বিষয়ে অধিকাংশ সাহাবী যায়েদ বিন আরকাম (রা.)-এর কথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না এবং মহানবী (সা.)ও স্বয়ং ভাবছিলেন, হয়ত অল্প বয়স্ক হওয়ায় যায়েদের বুঝতে কোথাও ভুল হয়েছে। এ কারণে হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রা.) মনঃকষ্টে ভুগছিলেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা ওহীর মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করেন। অর্থাৎ সফরকালেই মহানবী (সা.)-এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয় যাতে যায়েদ বিন আরকাম (রা.)-এর কথাটি সত্যায়িত হয়। আল্লাহ্ তা'লা এ সম্পর্কে বলেন, **"তারা বলে, 'আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সবচেয়ে লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে অবশ্যই সেখান থেকে বের করে দিবে', অথচ সব সম্মান আল্লাহ্‌র ও তাঁর রসূলের এবং মু'মিনদেরই। কিন্তু মুনাফিকরা জানে না।"** (সূরা আল্ মুনাফিকূন: ৯)। মহানবী (সা.) তখন বলেন, **হে বালক! তোমার কান বিশ্বস্ততা করেছে আর খোদা তা'লা তোমার কথার সত্যায়ন করেছেন, অর্থাৎ এই বিষয়েই ওহী অবতীর্ণ হয়েছে।**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ ঘটনা বিশদভাবে বর্ণনা করার পর বলেন, আব্দুল্লাহ্‌র পুত্র মদীনার নিকটবর্তী স্থানে তার পিতার পথরোধ করে দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, **আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়ব না যতক্ষণ না তুমি তোমার কথা ফিরিয়ে নিবে যা তুমি মহানবী (সা.) সম্পর্কে বলেছ আর তুমি নিজেকে সবচেয়ে লাঞ্ছিত এবং মহানবী (সা.)-কে সর্বাধিক সম্মানিত স্বীকার না করবে।** এটি দেখে আব্দুল্লাহ্ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে আর অকপটে বলে উঠে, **হে আমার পুত্র! আমি তোমার সাথে একমত যে, মুহাম্মদ (সা.) সর্বাধিক সম্মানিত এবং আমি নিকৃষ্ট।** হুযূর (রা.) বলেন, মুনাফিকরা সর্বদা এ চেষ্টায়রত থাকত যে, কীভাবে মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা যায় আর কীভাবে মহানবী (সা.)-এর প্রতি মুসলমানদের সম্মান কমে যায়। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা হ্রাস পাওয়া তো দূরের কথা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে তাদের মাঝে এক অসাধারণ ভাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়।

পথিমধ্যে **মহানবী (সা.)-এর উটনী** হারিয়ে গিয়েছিল। সাহাবীরা তা খুঁজতে থাকে, কিন্তু মুনাফিকরা আনন্দ উদযাপন করতে থাকে। যায়েদ বিন উসাইদ– যে বাহ্যত মুসলমান ছিল; কিন্তু হৃদয়ে কপটতা ছিল। সে বলে, লোকেরা কেন হন্যে হয়ে মহানবী (সা.)-এর উটনী খুঁজছে? আল্লাহ্ তাকে কেন অবগত করছেন না যে, উটনী কোথায় আছে? সাহাবীরা তার এ কথা শুনে তাকে নিজেদের কাছ থেকে পৃথক করে দেয়। এরপর সে যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে তখন তিনি (সা.) বলেন, **অদৃশ্যের সংবাদ কেবলমাত্র খোদা তা'লাই জানেন আর তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, সেই উটনীটি সামনের ঐ উপত্যকায় রয়েছে।** তখন সেই মুনাফিক আশ্চার্যান্বিত ও অনুতপ্ত হয়। এরপর সে তার সাথিদের গিয়ে বলে, মহানবী (সা.) সম্পর্কে আমার সন্দেহ ছিল, কিন্তু এখন সকল সন্দেহ দূর হয়ে গেছে আর মনে হয় যেন আজই আমি মুসলমান হয়েছি। এরপর হুযূর (আই.) বলেন, এর বিস্তারিত বিবরণ আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, এখন আমি **বাংলাদেশের পরিস্থিতি** সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল। রাষ্ট্রক্ষমতার পতন হলেও বিশৃংখলা এখনো চলমান। জামা'তের বিরোধীরা এ সুযোগে আহমদীদের ক্ষতি করতে শুরু করছে। আমাদের কিছু মসজিদ ভাংচুর করেছে এবং পুড়িয়ে দিয়েছে। জামেয়া আহমদীয়া এবং জামা'তের বিল্ডিং এর ক্ষতি করা হয়েছে। সেখানেও ভাংচুর করেছে, আসবাবপত্র জ্বালিয়েছে। কিছু আহমদী আহত হয়েছেন, আহমদীদেরকে মারধোর করা হয়েছে। বেশকিছু আহমদীর ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়েছে, সেগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, বরং কিছু বাড়ি তো সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। কিছু সদস্যের আসবাবপত্র জ্বালানো হয়েছে। সেখানে একবার জলসার সময় আর এখন দ্বিতীয়বার এই আহমদীদেরকে ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তাদের ঈমানে কোনো ধরনের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় নি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা ঈমানের দিক থেকে খুবই দৃঢ় এবং তারা বলেছে, আল্লাহ্ তা'লার জন্য আমরা এটিও সহ্য করবো। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি দয়া ও কৃপা করুন এবং আহমদীদেরকে নিজের সুরক্ষার চাঁদরে আবৃত রাখুন। আর বিরোধীদেরকে ধৃত করুন।

একইভাবে **পাকিস্তানের আহমদীদের পরিস্থিতি উন্নতি হওয়ার** জন্যও দোয়া করুন। সেখানেও কঠিন অবস্থা বিরাজ করছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। বর্তমানে সেখানে মৌলভী ও স্বার্থপর লোকেরা আহমদীদের বিরুদ্ধে অতি উৎসাহী। আল্লাহ্ এবং রসূল (সা.)-এর নামে এই লোকেরা অত্যাচার-নিপীড়ন চালাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত তাদেরকে পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন। **ফিলিস্তিনের মুসলমানদের** জন্যও দোয়া করুন, যারা তাদের ওপর অত্যাচার করছে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ধৃত করুন আর এই অত্যাচারের অবসান ঘটুক। সামগ্রীকভাবে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্য দোয়া করুন। তারা যেন আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার সর্ম্পক স্থাপনকারী হয় এবং যুগ ইমামের মান্যকারী হয়। এটিই একমাত্র মুক্তির পথ, কিন্তু এই লোকেরা তা বুঝে না।

পরিশেষে হুযূর (আই.) একজন **শহীদ** এবং আরেকজন মরহুমার স্মৃতিচারণ করেন। প্রথমত পাকিস্তানের গুজরাটের অধিবাসী **জনাব ডাক্তার যুকাউর রহমান সাহেব** যাকে সম্প্রতি ৫৩বছর বয়সে শহীদ করা হয়েছে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। দ্বিতীয়ত, মালিক বশীর আহমদ সাহেবের সহধর্মিনী শ্রদ্ধেয়া **সাঈদা বশীর সাহেবা**র স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের উভয়ের আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করে গায়েবানা জানাযা আদায় করেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)